কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

22-August-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদে পাকের ফযিলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَ ةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার একশতবার (১০০) দরূদে পাক পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা (নিফাক) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫৩, হাদীস ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের উপর ঈমান রাখা খুবই জরুরী, কেননা এটা মুসলমানের আক্বীদার মধ্যে মৌলিক আক্বীদা ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্যতম। দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ইসলামের ঐ সকল বিধান, যা সকলেই জানে, যেমন; আল্লাহ পাকের একত্ববাদ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এক হওয়া), আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নবুয়ত, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামতের দিন উঠানো, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি। এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মুসলমানই হতে পারে না।

কোরআনে করীমে কিয়ামতকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, কিয়ামতের প্রায় ১০০টিরও বেশি নাম রয়েছে, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি নাম শুনি:

✵.. ইয়াওমে কাযা, তথা ফয়সালার দিন। ✵.. ইয়াওমে ওযন, তথা আমলনামা ওজন করার দিন। ✵.. ইয়াওমে মাশহুদ, তথা উপস্থিতির দিন। ✵.. ইয়াওমে খিয, তথা কিছু লোকের জন্য অপমানের দিন। ✵.. ইয়াওমে মুহাসাবা, তথা হিসাবের দিন। ✵.. ইয়াওমে হাসরাত, তথা আফসোসের দিন। ✵.. ইয়াওমে আকিম, তথা কঠিন দিন। ✵.. ইয়াওমে হাশর, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে ফাযাআ, তথা আতঙ্কের দিন। ✵.. ইয়াওমে বাআচ, তথা কবর থেকে আবারো উঠানোর দিন। ✵.. ইয়াওমে ফাতাহ নামা, তথা আমলনামা খোলার দিন। ✵.. ইয়াওমে মিয়াদ, তথা ওয়াদার দিন। ✵.. ইয়াওমে সাইহাত, তথা ভূমিকম্পের দিন (স্ফুলিঙ্গের দিন)। ✵.. ইয়াওমে যাজর, তথা তিরস্কারের দিন। ✵.. ইয়াওমে হিসাব, তথা হিসাবের দিন। ✵.. ইয়াওমে তালাক, তথা নিন্দার দিন। ✵.. ইয়াওমে তানাদ, তথা ডাক দেয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে

জমআ, তথা জড়ো হওয়ার দিন। ✵.. ইয়াওমে তাগাবুনি, তথা হারের দিন। ✵.. ইয়াওমে ফসল, তথা ফয়সালা বা পৃথকতা অথবা পার্থক্যের দিন। ইত্যাদি

কিয়ামত কখন আসবে?

কিয়ামত কখন আসবে? এর সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের দানক্রমে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই রয়েছে, কিন্তু কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়ার কিছু নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, এই নিদর্শনাবলী প্রকাশ হওয়া, কিয়ামত দ্রুত আসাকে চিহ্নিত করে, আজকের বয়ানে আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনবো। আহ! যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম একটি হাদীসে পাক শ্রবন করি:

জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে বসা ছিলাম, হঠাৎ সাদা পোশাক এবং একেবারে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এলো, তার মাঝে সফর করে আসার কোন প্রভাব ছিলো না আর না আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতো। তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাশে এসে বসলেন এবং নিজের হাঁটুকে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে হাত রানের উপর রাখলেন আর বলতে লাগলেন: হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)!

www.dawateislami.net

আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ইসলাম হলো, তোমার এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ পাক ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের রাসূল, তোমার নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য হলে কাবাতুল্লাহর হজ্ব করা। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন। আমি এই ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম যে, নিজেই প্রশ্ন করছেন অতঃপর নিজেই সত্যায়ন করছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঈমান হলো, তোমার আল্লাহ পাক, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, আখিরাত এবং তাকদীরের (ভাগ্য) ভাল মন্দ হওয়ার প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন: আপনি সত্যই বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমাকে দয়া সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে করা, যেনো তাঁকে দেখছো, যদি তুমি নাও দেখো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন: যার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তির চেয়ে বেশি জানে না। আরয করলেন: তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কেই বলুন। ইরশাদ করলেন: বাঁদীরা তাদের মালিককে জন্ম দিবে। তুমি দেখবে যে, খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরানো রাখালরা উঁচু ও উন্নততর ঘর নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। (হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন:) আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, অতঃপর হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ওমর! জানো এই প্রশ্নকারী কে

ছিলো? আমি বললাম: আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন। ইরশাদ করলেন: তিনি হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে শিক্ষার অনেক কিছু রয়েছে। আসুন! এই হাদীসে পাক থেকে অর্জিত হওয়ার কিছু বিষয় সম্পর্কে শুনি:

প্রথম যে বিষয়টি শিখেছি তা হলো, আমরা জানি যে, হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام নূরের সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতা, বরং সকল নূরী ফিরিশতারও সর্দার। মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। **(মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪৯৫)**

জানতে পারলাম! হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কেও নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, নূর হওয়ার পরও হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মানুষ হয়ে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এমনভাবে যে, সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانও তাঁকে চিনতে পারেননি, এথেকে জানা গেলো! যখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নূরী সৃষ্টি হওয়ার পরও মানুষ হয়ে এসেছে, এইভাবে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও নূর হওয়ার পরও মানুষ হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন।

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন; আমি আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি কুরবান! আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক কোন জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন?" ইরশাদ করলেন: "হে জাবির! নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর নূর তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৫৮, মুসান্নিফে আব্দুর রাযযাক, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

আক্বীদা: নিশ্চয় প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সত্তা হলো মহিমান্বিত নূর, কিন্তু তাঁকে মানবীয় আকৃতিও প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি ১৬তম পারা সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُكُمۡ

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: 'প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো।

মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কুফরী। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৫৮)**

ব্যাখ্যা: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ও আপনার ন্যায় মানুষ নয় বরং اَفۡضَلُ الۡبَشَر শ্রেষ্ঠ মানব। মানবীয়তার এই সম্মান অর্জিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানবীয়তাকে গ্রহণ করেছেন, তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন: اَیُّکُمۡ مِثۡلِی তোমাদের মধ্যে কে আছো আমার ন্যায়?

(বুখারী, কিতাবুস সাওম, ১/৬৪৬, হাদীস ১৯৬৫)

নূরে মুস্তফার শান: হাদীসে নূরের আলোকে শরহে যুরকানীতে রয়েছে: এই যে ইরশাদ হয়েছে: তোমার নবীর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) নূর

আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা নূরে নবীর মহত্ব এবং তাঁর অনন্য হওয়ার বহিপ্রকাশ। **(শরহে যুরকানী, আল মাকসাদুল আউয়াল, ১/৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আদব সম্পন্নরাই সৌভাগ্যবান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই হাদীসে পাক থেকে জানতে পারলাম, তা হলো: হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো তখন দু'যানু হয়ে রানের উপর হাত রেখে আদব সহকারে বসে গেলো, এথেকে আমরাও শিক্ষা পাই যে, যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তির দরবারে যাবো, তিনি ওস্তাদ হোক বা আলিমে দ্বীন, মুফতী হোক বা পীর ও মুর্শিদ বা পিতা হোক না কেন আমাদেরও আদব ও সম্মান সহকারে বসা উচিৎ।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ঐ হাদীসে পাক থেকে আমরা জানতে পেরেছি, তা হলো, হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام জানতেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে গাইব জানেন এবং এটাও জানতেন যে, কিয়ামত কবে আসবে। এই কারণেই তিনি হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখানে হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পরীক্ষা বা অক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য তো প্রশ্ন করছেন না বরং এটা দেখানোর জন্য যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান তো আছেই কিন্তু তা প্রকাশ করেননি। মনে রাখবেন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্য এক সময়ে কিয়ামতের দিনও বলে দিয়েছেন, মাসও

www.dawateislami.net

তারিখও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইরশাদ করেন: জুমার দিন হবে, মুহাররম মাসের দশ তারিখ হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২) যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: কিয়ামত আশুরার দিন অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে হবে।

(ফাযায়িলুল আওকাত, ১১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চতুর্থ যে বিষয়টি আমরা এই হাদীসে পাক থেকে জানতে পারলাম, তা হলো, কিয়ামত তো আসবেই, কিন্তু তা আসার পূর্বে কিছু নিদর্শনও রয়েছে, যা এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করবে যে, কিয়ামত সমাগত। এই হাদীসে পাকে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দু'টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে, অন্যটি হলো খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরাণোর রাখাল উচ্চ ও উন্নত বাড়ি নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। কিয়ামতের এই দু'টি নিদর্শন সম্পর্কে আরো বিস্তারিতও বর্ণনা করা হবে। এই নিদর্শনাবলী ছাড়াও হাদীসে মুবারাকায় কিয়ামতের আরো নিদর্শনাবলীও বর্ণিত হয়েছে। “বাহারে শরীয়া” এ হাদীসে পাকের আলোকে কিয়ামতের অনেক নিদর্শনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে, আসুন! তা থেকে কয়েকটি সম্পর্কে শুনি:

★ ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে (অর্থাৎ ওলামা উঠিয়ে নেয়া হবে)। ★ যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা (বাধ্য হয়ে) জাহেলদের (অজ্ঞদের) নেতা (পথপ্রদর্শক) বানিয়ে নিবে। ★ অতঃপর তাদের কাছ থেকে দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া

www.dawateislami.net

দিবে, তখন তারাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করে দিবে। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪, হাদীস ১০০)** ★ মূর্খতার আধিক্য হবে। ★ অপকর্ম ও মদ্যপান ব্যাপক হবে। ★ পুরুষ কমে যাবে এবং নারী বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষের তত্বাবধানে পঞ্চাশজন (৫০) নারী থাকবে। **(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৭২, হাদীস ৫২৩১)** ★ সম্পদের আধিক্য থাকবে। **(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৩৯)** ★ দ্বীনের উপর অটল থাকা এত কঠিন হয়ে যাবে, যেনো হাতের মুঠোয় আগুনের কয়লা নেয়া। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪র্থ অধ্যায়, ৭৩/১১৫, হাদীস ২২৬৭)** ★ সময়ের বরকত হবে না, এমনকি বছর মাসের ন্যায়, মাস সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ দিনের ন্যায় এবং দিন এমন হয়ে যাবে, যেমন কোন জিনিষে আগুন লাগলো এবং দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/১৪৮, হাদীস ২৩৩৯)** ★ যাকাত দেয়া (মানুষের মাঝে এমন কষ্টকর হবে যে, তা) ক্ষতিপূরণ মনে করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৮৯, হাদীস ২২১৭)** ★ ইলমে দ্বীন পড়বে কিন্তু দ্বীনের জন্য নয়। ★ পুরুষরা তাদের স্ত্রীর আনুগত্য করবে। ★ পিতামাতার অবাধ্যতা করবে। ★ বন্ধু বান্ধুবের সাথে মেলামেশা করবে এবং পিতা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। ★ মসজিদে লোকেরা চিৎকার চেচামেচি করবে। ★ গানবাজনার আধিক্য হবে। ★ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি লোকেরা অভিশাপ দিবে, তাদেরকে গালমন্দ করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/৯০, হাদীস ২২১৮)** ★ অপদস্ত লোক, যাদের শরীরে কাপড়, পায়ে জুতা নসীব হতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদ বানিয়ে গর্ব করবে। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনেছি, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন এমনও যে, যা প্রকাশ হয়ে গেছে আর কিছু নিদর্শন এমন, যা প্রকাশ হওয়া বাকী আছে।

(১) চাঁদ ফেঁটে যাওয়া

একটি নিদর্শন যা পূরণ হয়ে গেছে, তা কোরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি

পারা ২৭ সূরা কমরের ১ম আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝۱

(পারা ২৭, সূরা কমর, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিকটে এসেছে ক্বিয়ামত এবং দ্বি-খন্ডিত হয়েছে চাঁদ।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে রয়েছে: কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযায় চাঁদ দুই টুকরো হয়ে ফেঁটে গেলো। চাঁদের দুই টুকরো হওয়া, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উজ্জল মুজিযার অন্তর্ভূক্ত।

(তাফসীরে খাযিন, সূরা কমর, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ৪/২১৬)

জানতে পারলাম! চাঁদ ফেঁটে যাওয়া এটা কিয়ামতের নিদর্শন ছিলো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুজিযা স্বরূপ চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) বাঁদী তার মালিককে জন্ম দিবে

আমরা কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও শুনেছি যে, বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে। ওলামায়ে কিরাম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আমাদের সমাজের পরিবেশ অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হলো, লোকেরা নিজের আসল মায়ের সাথে বাঁদীর (চাকরানী/ খাদেমা) ন্যায় ব্যবহার করবে, মাকে বাঁদীর মতো রাখবে, মায়ের অবাধ্যতা ও হক ক্ষুন্ন করবে, মাকে কষ্ট দিবে এবং অবস্থা এমন হবে যে, সন্তান নিজের মায়ের সাথে মুনিবের মতো আচরন করবে।

(মাকালাতে শারেহ বুখারী, ১ম অধ্যায়, ১/১৫৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: (বাঁদী মালিককে জন্ম দিবে) অর্থাৎ সন্তান অবাধ্য হবে, ছেলে মায়ের সাথে এমন আচরন করবে যেনো কোন বাঁদীর সাথে করে, এখন উদ্দেশ্য এটাই হলো যে, যেনো মা তার মালিককে জন্ম দিয়েছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২)**

সমাজের করুণ অবস্থা

বর্তমানে যদি আমরা আমাদের আশেপাশে দৃষ্টি দিই, তবে এই বাস্তবতা দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে একটি অংশ রয়েছে, যারা পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে খুবই খারাপ আচরন করে থাকে। বর্তমানে কিছু মানুষ রয়েছে যে, মায়ের সাথে বাঘের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। মায়ের মুখে মুখে কথা বলতে দেখা যায়। অনেক মূর্খ তো আল্লাহর পানাহ! মাকে গালি দেয় এবং মারেও, যা প্রতিদিন খবরের কাগজে আসে, অথচ মা এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি থাকলে ঘরে বসন্ত এসে

যায় এবং যিনি না থাকলে সমস্ত কিছু থাকার পরও ঘর খালি খালি মনে হয়। সুতরাং মায়ের খেদমত করুন! মাকে সন্তুষ্ট করুন! মাকে কষ্ট দিবেন না! মাকে কখনো দুঃখ দিবেন না! মায়ের সাথে কখনো ঝগড়া করবেন না! মায়ের সাথে কখনো উচ্চ আওয়াজে কথা বলবেন না! মাকে সম্মান করুন! যদি মা বা বাবা তাদের মধ্যে কোন একজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সাথে সাথে সন্তুষ্ট করান! মা যেমনি হোক না কেন, মা মাই হয়ে থাকে। মায়ের হক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

মাকে কাঁধে নিয়ে গরম পাথরের উপর ছয় মাইল...

এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: এক রাস্তায় এমন গরম পাথর ছিলো যে, যদি মাংসের টুকরো তার উপর রাখা হয় তবে কাবাব হয়ে যেতো! আমি আমার মাকে কাঁধে নিয়ে ছয় মাইল (প্রায় ৯.৬৫৬ কিলোমিটার) পর্যন্ত অতিক্রম করলাম, আমি কি মায়ের হক থেকে মুক্ত হয়ে গেছি? রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার জন্মকালে ব্যথার যে ঝটকা তিনি অনুভব করেছিলেন, হয়ত তা থেকে একটি ঝটকার বিনিময় হতে পারে।

(মু'জামুস সগীর, ১/৯২, হাদীস ২৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, পিতামাতা বিশেষকরে মায়ের সাথে সদাচরণ করা এবং সর্বদা মায়ের অনুগত থাকা। কিন্তু মনে রাখবেন! গুনাহের কাজে পিতামাতারও আনুগত্য করা যাবে না, যেমন; যদি তারা নামায পড়তে নিষেধ করে, দাঁড়ি পরিস্কার করতে বলে তবে এই বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য করা যাবে না। কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: لَاطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِیۡ مَعۡصِیَۃِ اللّٰہِ اِنَّمَا الطَّاعَۃُ فِی الۡمَعۡرُوۡفِ অর্থাৎ

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য জায়িয নয়, আনুগত্য তো শুধুমাত্র নেককাজেই করা হয়। **(বুখারী, কিতাবু আখবারিল আহাদ, ৪/৪৯২, হাদীস ৭২৫৭)**

গুনাহ ব্যতীত সকল কাজে তাঁদের আনুগত্য করবে। বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! পিতামাতার তাদের সন্তানের প্রতি হক কি? ইরশাদ করলেন: هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ অর্থাৎ তারাই তোমার জান্নাত ও তোমার জাহান্নাম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, ৪/১৮৬, নম্বর ৩৬৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আমাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই এবং নিঃসন্দেহে সবাই চায়, তবে আসুন! আমরা এমন উত্তম সহচর্য অবলম্বন করি, যেখানে পিতামাতার আদব ও সম্মান করতে শিখানো হয়, যেখানে পিতামাতার সামনে উফ করা থেকেও বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়। এই ফিতনার যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উম্মতের সংশোধনের প্রেরণায় সমৃদ্ধ নেকীর দাওয়াতের মাধ্যমে এমন লাখো যুবকের জীবনে পরিবর্তন এসেছে যে, যারা নিজের পিতামাতার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে ছিলো, সেই সৌভাগ্যবানরা আজ পিতামাতার জন্য প্রশান্তির মাধ্যম হয়ে গেছে, অনেকে এমনও রয়েছে, যাদের অবাধ্যতা বা অসদাচরনের কারণে পিতামাতার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে এখন প্রশান্তির ঘুম নসীব হয়।

(৩) নামায কাযা করা!

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করেছেন যে, লোকেরা নামায কাযা করবে।

(আত তাযকিরা বি আহওয়ালিল মওতা ওয়া উমুরিল আখিরাতি, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে নামায কাযা করার দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে শুধু অলসতার কারণে প্রতিদিন নামায কাযা করা হয়ে থাকে। অনেক বড় একটি অংশ রয়েছে, যারা নামায কাযা করে এবং তাদের এর কোন তোয়াক্কাও নেই।

অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তখন সপ্তাহ বরং মাসকে মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কেউ উৎসাহ দেয় তখন বলে "اِنْ شَآءَ الله আগামি জুমা থেকে আবারো নামায শুরু করবো বা রমযান মাস থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো।" এভাবে কোন লজ্জা শরম ছাড়াই খুবই বীরত্বের সহিত আল্লাহর পানাহ! এই বিষয়ে ঘোষনা করছে যে, নামায ছেড়ে দেয়ার এই কবীরা গুনাহ আমি জুমার দিন পর্যন্ত বা রমযান মাস পর্যন্ত লাগাতার করেই যাবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু খোদাভীতি এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকার পরিণতি, অন্যথায় যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ থাকে, সে সর্বাবস্থায় নিয়মিত নামায পড়ে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ পাক ১৬তম পারা সূরার মরিয়মের ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্ব তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে।

কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও আমাদের সমাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কিয়ামতের নিদর্শনের ব্যাপারে শুনছিলাম, হযরত খুযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে: (১) মানুষ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২) গুনাহের আধিক্য হবে। (৩) কোরআনে করীমকে স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করা হবে। (৪) পুরুষ মহিলাদের এবং (৫) মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। (৬) মানুষ তাদের পিতামাতার অবাধ্যতা করবে এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে কল্যাণ করবে। (৭) গায়ক গায়িকা এবং (৮) সঙ্গীতের সরঞ্জামের প্রচলন প্রসারিত হবে। তখন মানুষের লাল তুফান, জমিন ধ্বসে যাওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তন হওয়ার ভয় করা উচিৎ। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪১০, নম্বর ৪৪৪৮)**

www.dawateislami.net

ভাবুন! এগুলোর মধ্যে এমন কোন কাজটি যা বর্তমানে আমাদের যুগে চলছে না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিয়ামতের নিদর্শন বলা হয়েছে। বর্তমানে ঘর ও বংশের মাঝে ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে আর এই ঝগড়া বৃদ্ধি পেয়ে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার অবস্থা দেখা দেয় এবং বংশের লোকেরা বছরের পর বছর পর্যন্ত একে অপরের মুখও দেখে না।

গুনাহের আধিক্যকেও কিয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে যদি আমরা আমাদের সমাজে দেখি, তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, এমন কোন গুনাহটি যা আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না। একাকী হোক বা সমাবেশে, ঘরে হোক বা বাজারে, শহরে হোক বা গ্রামে, সকল স্থানে গুনাহে ভরপূর। বরং এখন তো গুনাহের আধিক্য যে, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে গেছে। কোরআনে পাককে সজ্জিত করাও কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে কোরআনে পাকের গিলাফকে, এর রিয়ালকে, এর বাইন্ডিং এবং পৃষ্ঠাকে খুবই সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় কিন্তু নিজেদের আচরনকে কোরআনি চরিত্র দ্বারা সজ্জিতকারী কমে যাচ্ছে। বর্তমানে কোরআনে পাক যেখানে রাখা হয় সেই জায়গাকে সজ্জিত করার প্রতি খেয়াল রাখা হয় কিন্তু মন, মনন ও চিন্তা এবং ভাবনাও কোরআনে পাকের শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে যাক সেইদিকে কোন খেয়াল দেয়া হয় না।

পুরুষ মহিলাদের আর মহিলারা পুরুষদের সামঞ্জস্যতা করাও কিয়ামতের নিদর্শন। ভাবুন তো! বর্তমানে এমন কোন পর্যায় এবং কোন কাজ রয়েছে, যাতে মহিলারা পুরুষদের এবং পুরুষরা মহিলাদের নকল করছে না। বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, চুড়ি পরা, মহিলাদের

মতো লম্বা চুল রাখা, মহিলাদের মতো নাক এবং কানে অলঙ্কার পরা, মাথায় ব্যান্ড (Hair Band) লাগানো, হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগানোসহ আরো অনেক কাজের প্রচলনও বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাও কিয়ামতের নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং এ থেকে নিষেধও করেছেন।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ তার পিতার অবাধ্য এবং বন্ধুদের কল্যাণ করবে, এই দৃশ্যও চারিদিকে প্রসার পাচ্ছে। অনেক লোকের আচরণ আপন পিতার সাথে খুবই কঠোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিজের বন্ধুদের সামনে নত হয়ে যায়। অনেক লোক তাদের আপন পিতার সাথে সদাচরণ করার তৌফিক নসীব হয় না, কিন্তু বন্ধুদের সাথে প্রতিদিন পার্টি এবং দাওয়াত চলতে থাকে। অনেকে তাদের পিতাকে এত মান্য করেনা, যত নিজের বন্ধুকে মান্য করে। এই কারণেই এমন দৃশ্যও দেখা যায়, যখন পিতা তার সন্তানের বন্ধুকে বলে যে, তুমিই আমার পুত্রকে বুঝাও! তুমিই আমার ছেলেকে বলো! আমার কথাতো সে শুনে না। ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, গায়ক গায়িকা এবং সঙ্গীতের সরঞ্জামের আধিক্য হবে। এ ব্যাপারেও সমাজের অবস্থা আমাদের সামনে। সঙ্গীত এবং গানবাজনার বন্যা মুসলমানদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তো সিনেমা হলের আদলে বিশেষ স্থানে হতো, যেখানে আল্লাহর পানাহ! গান, সিনেমা এবং সঙ্গীত চলতো। কিন্তু এখন তো সব জায়গায় গান এবং সঙ্গীতের প্রাধান্য বিস্তার করছে। মোবাইলে, কম্পিউটারে, টিভিতে, বাজারে, হোটেলে, খেলনায়, শিশুদের জুতায়, ঘরে, বিবাহের হলে, কারখানায়, সাধারন স্থানে, স্কুলে,

www.dawateislami.net

কলেজে, বসতিতে, জাহাজে, ট্রেনে! মোটকথা এমন স্থান রয়েছে, যেখানে গান এবং সঙ্গীত বিরাজ করছে না। বরং এখন তো আল্লাহর পানাহ! অবস্থা এতটুকু পৌঁছে গেছে যে, মসজিদে মোবাইলে গান এবং সঙ্গীতের আওয়াজ বাজতে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের প্রস্তুতি নিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে শুনলাম। নিঃসন্দেহে আমাদের ঈমান রয়েছে যে, কিয়ামত একদিন না একদিন অবশ্যই আসবে। আজ এই বিষয়ের প্রয়োজন যে, আমরা নিজেদের আমল ও অবস্থায় এমন পরিবর্তন নিয়ে আসি, যা আমাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে বাঁচাতে পারে।

হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যারা দুনিয়ায় থেকে কিয়ামতের ব্যাপারে বেশি ভাববে, তারা ঐ ভয়াবহতা থেকে বেশি নিরাপদ থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক বান্দার উপর দু'টি ভয় একত্র করেন না, সুতরাং যারা দুনিয়ায় এই ভয়াবহতার ভয় করবে তারা আখিরাতে তা থেকে নিরাপদ থাকবে। ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য মহিলাদের মতো কান্না করা নয় যে, চোখে দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করবে এবং শুনার সময় মন নরম হয়ে যাবে, অতঃপর তুমি তা ভূলে গিয়ে নিজের খেলাধুলায় লিপ্ত হয়ে যাবে। এই অবস্থাটির ভয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং যে ব্যক্তি যেই জিনিষের ভয় করে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং যে জিনিষের আকাঙ্ক্ষা রাখে তা চায়। সুতরাং তোমাকে সেই ভয় মুক্তি দিবে, যা আল্লাহ পাকের

www.dawateislami.net

অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৮৬-২৮৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল ১৩ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! দুনিয়া এবং সেটার আরাম আয়েশকে ত্যাগ করতে, তাকওয়া পরহেযগারির নেয়ামত পেতে আশেকানে রাসুলের দ্বীনি সংঘঠন দাওয়াতে ইসলামির মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ১২ দ্বীনি কাজ খুব আন্তরিকতার সাথে করুন। মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমলের উপর আমল করুন اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যান নসীব হবে। শায়খে ত্বরীকত আমিরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর উপর আমল করুন। এই ৭২ নেক আমল সমূহের মধ্যে হতে ১৩ নম্বর নেক আমলটি হলো: আপনি কি আজ কথা বার্তা, ফোনে আলোচনা এবং কাজ কর্ম বন্ধ রেখে আযান ও ইকামতের জবাব দিয়েছেন?

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আযান শ্রবনকারিদের আযানের জবাব দেওয়ার হুকুম রয়েছে। **(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭২)** অর্থাৎ যে বাক্যগুলো মুয়াজ্জিন পড়ে জবাবে সেটাই বলা এটাকে আযানের জবাব বলে। আফশোস ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারনে অনেক লোক এই ব্যাপারে জ্ঞানই রাখে না। ৭২ নেক আমলের বরকতে যেভাবে অনেক নেক আমলের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় সেভাবে ইলমে দ্বীনের ভান্ডারও অর্জিত হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধারাবাহিকতার সাথে "৭২ নেক আমল" এর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশেকানে রাসুলের দ্বীনি সংঘঠন দাওয়াতে ইসলামি পুরো দুনিয়ায় ৮০ টির অধিক বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে একটি "সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ মজলীস"ও রয়েছে। সাপ্তাহিক ইজতিমা বিভাগ সাধারনত ৩ থেকে ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ক্বারী ও নাত পড়ুয়া এবং মুবাল্লিগের রুটিন তৈরী করা, তিলাওয়াত ও নাত এবং বয়ানের লিস্ট তৈরী করে সংশ্লিষ্ট যিম্মাদারকে কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে জানানো। ইজতিমার জায়গায় বিশেষ করে প্রবেশ দ্বারে হেফাজতের জন্য প্রহরী নিয়োগ করা। ইস্পিকার, লাইটস, জেনেটর ও ইউ পি এস এর ব্যবস্থা করা। অযুখানা ও ইস্তিন্জা খানায় পানি ইত্যাদি ব্যবস্থা করা, ইজতিমার জায়গা এবং মসজীদ পরিস্কারের খেয়াল রাখা, কার্পেট ও চাটাই বিছানো আর ইজতিমা শেষে উঠিয়ে নেওয়া, অযুখানা ও মসজীদের ছাঁদে আলাপচারিতায় রত ইসলামি ভাইদের নম্রতা ও ভালোবাসা দিয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহন করানো, প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত জায়গায় পানির নল লাগানো, মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকার স্টলের ব্যবস্থা আর স্টলে শরয়ী বিরোধী ও অনৈতিক লিটারেচার এবং মানহিন খাবার পানীয় জিনিসের বিক্রির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, ইজতিমাতে আসন্ন ইসলামি ভাইদের গাড়ী পারকিং এর ব্যবস্থা করা, জুতা রাখার জন্য বক্স বানিয়ে সুবিন্যস্তভাবে জুতা রাখা, প্রত্যেক স্টলের জায়গা নির্দিষ্ট করা এমনকি সম্ভব হলে ফিনাফ্লিক্স ব্যানার বোর্ড লাগানো ইত্যাদি এই মজলীশের দায়িত্বের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। আল্লাহ পাক "মজলীশে সাপ্তাহিক ইজতিমা" কে আরো উন্নতি দান করুন।

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার বন্ধনের মাদানী ফুল:

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিতে গিয়ে আসুন আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দু'টি ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন। (১) প্রত্যেক সুন্দর আচরন সদকা, ধনীর সাথে হোক বা গরীবের সাথে। **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩/৩৩১, সংখ্যা: ৪৭৫৪)** (২) যে ব্যাক্তি বাবা মার সাথে সুন্দর আচরন করলো তাকে মোবারকবাদ যে, আল্লাহ পাক তার হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছেন। **(মুস্তদরক, ৫/২১৩, হাদিস: ৭৩৩৯)** ✸ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ওয়াজীব আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮)** ✸ আত্মীয়স্বজনদের সাথে ভালো আচরন এটার নাম নয় যে, সে ভালো আচরন করলে তখন তুমিও করবে, এটা তো প্রকৃত পক্ষে মুকাফা অর্থাৎ অদল বদল করা যে, সে তোমার কাছে জিনিস পাঠালে তবে তুমিও তার কাছে জিনিস পাঠাবে, সে তোমার কাছে আসলে তুমি তার কাছে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন হলো সে ছিন্ন করলে তুমি রক্ষা করবে, সে তোমার থেকে আলাদা হতে চায় আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের গুরুত্ব দিবে। **(রদ্দুল মোহতার, ৯/৬৭৮)**

ঘোষণা

আত্মীয়তার বন্ধনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ২২ আগষ্ট ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

আত্মীয়তার বন্ধনের অবশিষ্ট মাদানী:

✸ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তাকে উপহার উপঢৌকন দেওয়া আর যদি তার কোন বিষয়ে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে তাকে সাহায্য করা, তাকে সালাম দেওয়া, তার সাক্ষাতে যাওয়া, তার সাথে চলাফেরা করা, তার সাথে কথা বলা, তার সাথে নম্রভাবে আচরন করা। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ আত্মীয়স্বজনদের সাথে বিরতি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সাক্ষাত করতে থাকুন অর্থাৎ একদিন গেলে তো তার পরের দিন যাবেন না, এই ধরনের করলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এমনকি আত্মীয়স্বজনদের সাথে প্রতি জুমায় জুমায় সাক্ষাত করুন অথবা মাসে একবার। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ হক ও জায়িজ বিষয়ে গোত্র ও পরিবারের লোকদের ঐক্যমত হওয়া উচিত অর্থাৎ যদি নিকট আত্মীয় হকের উপর থাকে তবে অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাত এবং হক প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✸ নিকট আত্মীয় অভাবের কথা জানালে তবে সেটা প্রত্যাক্ষান করে দেওয়াটা গোনাহ, যখন নিজের নিকট আত্মীয় কোন অভাবের কথা জানায় তবে তার অভাব পূরন করুন, আর সেটা না করা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** আত্নয়তার বন্ধনের ব্যাপারে আরো অধিক জানার জন্য

www.dawateislami.net

শায়খে ত্বরীকত আমিরে আহলে সুন্নাত এর পুস্তিকা "তৎক্ষনাৎ ফুফীর সাথে মিমাংসা করে নিলো" অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিয়ামতের অপদস্ততা থেকে মুক্তির দোয়া:

দাওয়াতে ইসলামির সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে "কিয়ামতের অপদস্তা থেকে মুক্তির দোয়া" মুখস্ত করানো হয়, আর দোয়াটি হলো এই:

اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْبَاْسِ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ পাক ! আমাকে যুদ্ধের দিন অপদস্ত করো না আর আমাকে কিয়ামতের দিন অপদস্ত করোনা। **(ফজাইলে দোয়া, পৃ: ২৯০)**

(মুজামুল কাবীর লিত তাবরানি, হাদিস: ২৪৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

www.dawateislami.net

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত

দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ

www.dawateislami.net

পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে

www.dawateislami.net

আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net